## E-CONTENT PREPARED BY

Mrs. RENUKA ADHIKARI
Assistant Professor
Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal
(Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act1956)

# E-Content prepared for students of

### B.A Honours Semester– III in Bengali

# Name of Course: Chhanda o Alankar (Sanga o Swarup) (BAHBNGC302)

# Topic of the E-Content

## Upama Alankar O Tar Shreni Bivag

# উপমা অলংকার ও তার শ্রেণিবিভাগ

সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের একটি ভাগ হল উপমা। উপমা শব্দের অর্থ হল তুলনা। অনেক সময় আমরা কোন বিষয়কে সহজ করে বোঝানোর জন্য পরিচিত কোন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে থাকি। যেমন একটি মেয়ের সুন্দর মুখের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলি, 'মেয়েটির মুখ চাঁদের মতো সুন্দর' এতে বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি খুবই সুন্দর মুখের অধিকারিনী। চাঁদের সৌন্দর্য সকলের আমাদের কাছে পরিচিত। মেয়েটির মুখের সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্যে তাই চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে হয়।এখানে মেয়েটির মুখকে যে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে বোঝানো হলো, একেই অলংকার উপমা বলে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে এই তুলনা দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে হতে হবে। সুতরাং উপমা অলংকার সংজ্ঞা আমরা এইভাবে দিতে পারি, কোনো বাক্যে স্বভাবধর্মে ভিন্নজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো বিশেষ গুণ, ক্রিয়ায় সাদৃশ্য কল্পনা করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করলে যে অলংকার হয়, তাকে উপমা অলংকার বলে। আরো সহজ করে বলা যায়, সাধারণধর্ম বিশিষ্ট দুটি বিজাতীয় বস্তুর তুলনা করলেই উপমা অলংকার হয়। দুটি বিজাতীয় বলতে বস্তু দুটি আলাদা যেমন- চুল আর মেঘ। কিন্তু এদের মধ্যে কবি সাদৃশ্য কল্পনা করে তুলনা করে থাকেন। 'মেঘের মতো কালো কুন্তল পড়েছে ঝুলে।'

উপমা অলংকার বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এগুলিকে বলা হয় উপমার অঙ্গ বা উপাদান। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারি। যেমন-'বরিষার ধারার মতো অজস্র জননী প্রেম'।

১। উপমেয়- যার সম্পর্কে কবি বা বক্তা কিছু বলতে চান, তাই হল উপমেয়। অর্থাৎ যাকে তুলনা করা হয় তাই হল উপমেয়। উপরের উদাহরণে 'জননী প্রেম' হল উপমেয়। এখানে 'জননী প্রেম' কে 'বরিষার ধারা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

২। উপমান- উপমেয়কে সার্থকভাবে প্রকাশ করার জন্য যে বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখানো হয় তাকেই বলে উপমান। অর্থাৎ যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাই হল উপমান। এখানে 'বরিষার ধারা' হল উপমান। কারণ 'জননী প্রেম' কে প্রকাশ করার জন্যই 'বরিষা ধারা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৩। সাধারণ ধর্ম- যে বিশেষ গুণ বা ধর্ম বা অবস্থার ভিত্তিতে উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য কল্পিত হয় তাকেই বলা হয় সাধারণধর্ম। এখানে 'অজস্র' হল সাধারণধর্ম।

৪। উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সাদৃশ্যের সম্পর্ক স্থাপনে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন- ন্যায়, মতো, সম, সাদৃশ, যথা, রীতি, পারা, নিভ, সমান ইত্যাদি এই সব শব্দকেই বলা হয় সাদৃশ্যবাচক শব্দ বা তুলনাবাচক শব্দ। উপরিউক্ত উদাহরণে 'মতো' হল তুলনাবাচক শব্দ।

উপমা অলংকারকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়-১। পূর্ণোপমা.

২। লুপ্তোপমা

৩। মালোপমা.

৪। স্মরণোপমা

৫। বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা

৬। বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা

**পূর্ণোপমাঃ** যে উপমা অলংকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ এই চারটি উপাদানই বর্তমান থাকে, তাকে বলা হয় পূর্ণোপমা অলংকার।

**উদাহরণ- এও যে রক্তের মতো রাঙা**

**দুটি জবাফুল।**

উদাহরণটিতে জবাফুল হল উপমেয়; জবাফুলের রঙ মূলত লাল হয় সেই জন্য রক্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাই রক্ত হলো উপমান। সাধারণধর্ম- রাঙা(লাল) এই ধর্ম উপমেয় এবং উপমান উভয়েই বর্তমান। এবং তুলনাবাচক শব্দ-মতো। এখানে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ এই চারটি অঙ্গই বর্তমান। সুতরাং এটি পূর্ণোপমা অলংকারের উদাহরণ।

**লুপ্তোপমাঃ** যে উপমা অলংকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দের কোন একটি বা কয়েকটি লুপ্ত থাকে।

উদাহরণ- **বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে।**

এখানে উপমেয়-শিশুর মাতৃক্রোড় ; উপমান-বন্যেরা বনে; সাধারণধর্ম- সুন্দর কিন্তু যে শব্দের ভিত্তিতে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানে তুলনা বোঝায় সেই শব্দ অনুপস্থিত অর্থাৎ সাদৃশ্যবাচক শব্দ এখানে লুপ্ত।

**২। পাখির নীড়ে বনলতা মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।**

এখানে উপমেয়-চোখ; উপমান-পাখির নীড় ; সাদৃশ্যবাচক শব্দ- মতো; পাখির নীড়ের মতো 'উৎকণ্ঠিত' চোখ, সাধারণ ধর্ম 'উৎকণ্ঠিত' এখানে লুপ্ত।

**মালোপমাঃ** যে উপমা অলংকারে একটি উপমেয়কে স্পষ্টতর করে তোলার জন্য যদি অনেকগুলি উপমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে তাকে মালোপমা অলংকার বলে।

সহজ করে বলা যায়, যেখানে একটিমাত্র উপমেয়ের সঙ্গে একাধিক উপমানের সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাকে বলে মালোপমা অলঙ্কার।

**উদাহরণ- সুখ অতি সহজ সরল কাননের প্রস্ফুটিত ফুলের মতো, শিশু-আননের হাসির মতন।** এখানে উপমেয় –সুখ; উপমান-ফুল আর হাসি। একটি উপমেয় সুখ কে স্পষ্টতর করার জন্য একাধিক উপমান ফুল ও হাসির সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে।

**স্মরণোপমাঃ** যে উপমা অলঙ্কারে কোনো বস্তু দেখে বা স্পর্শ করে যদি তার সমধর্মের কোনো বস্তুর স্মৃতি ভেসে ওঠে এবং কাব্যে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে তাকে স্বরণোপমা অলঙ্কার বলে। **উদাহরণ- তোরে হেরি মনে পড়ে বঙ্গ কামিনীরে।**

এখানে উপমেয়-তোরে(দোপাটি ফুল), উপমান-বঙ্গ কামিনী। কবির দোপাটি ফুলের সৌন্দর্য দেখে বঙ্গ কামিনী(বাংলা দেশের নারী) কথা মনে পড়েছে। 'মনে পড়ে' শব্দগুচ্ছের দ্বারা মনের মধ্যে স্মৃতি জেগে ওঠার কথাই বলা হয়েছে।

**বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমাঃ-** যে অলঙ্কারে উপমেয় এবং উপমানের সাধারণ ধর্ম এক কিন্তু ভিন্ন ভাষারূপের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তবে সাধারণ ধর্মের এই ভিন্ন ভাষারূপদুটিকে বলা হয় বস্তু প্রতিবস্তু। সাধারণ ধর্মের এই ভিন্ন ভাষারূপ দ্বারা সৃষ্ট উপমা অলঙ্কারকে বস্তু প্রতিবস্তুভাবের উপমা বলে। এই ভাবের উপমায় তুলনাবাচক শব্দ বর্তমান থাকে।

**উদাহরণ- গোপন প্রেম না রয় ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।**

**আলোচ্য উদাহরণটিতে** উপমেয়-প্রেম; উপমান-আলো; তুলনাবাচক শব্দ-মতো। উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম –রয় না ঘরে; উপমানের সাধারণ ধর্ম–ছড়িয়ে পড়ে। উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম ভিন্ন ভাষারূপে প্রকাশ করা হলেও উভয়ের ভাবগত অর্থ একই তাহল প্রকাশিত হওয়া। **বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা-** উপমেয় ধর্ম এবং উপমানের ধর্ম যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, অথচ তাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য ধরা পড়ে, তবে ঐ ধর্ম দুটিকে বলা হয় বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম। যে অলঙ্কারে এরূপ ভাব প্রকাশ পায় তাকে বিম্ব-প্রতিবিম্বঅভাবের উপমা বলে। এই অলঙ্কারে তুলনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকতেই হবে।

উদাহরণ- **কানুর পিরীতি/বলিতে বলিতে**

**/পাঁজর ফাটিয়া উঠে।**

**শঙ্খবনিকের / করাত যেমতি**

আশিতে যাইতে কাটে। এই উদাহরণটিতে উপমেয়-কানুর পিরীতি; উপমান-শঙ্খবনিকের করাত; তুলনাবাচক শব্দ –যেমতি। উপমেয় ও উপমান বস্তুগত দিক থেকে আলাদা এবং সাধারণ ধর্ম আলাদা। উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম–পাঁজর ফাটিয়ে উঠে; উপমানের সাধারণ ধর্ম-আসিতে যাইতে কাটে। উভয়ের অর্থগত ভাব সকল অবস্থাতেই যন্ত্রণাদায়ক বা দুঃখদায়ক। সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় এই সূক্ষ্মতর সাদৃশ্য ধরা পড়েছে বলে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসে-

১। উপমা অলংকারে তুলনাবাচক শব্দের ব্যবহার করা হয় কেন?

২।‘ কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ’, ‘কাস্তের মতো চাঁদ’ এই দুয়ের পার্থক্য কোথায়?

৩।‘তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।’ অলংকার নির্ণয় করো। ৪। বস্তু-প্রতিবস্তু এবং বিম্ব-প্রতিবিম্ব অলংকারের একটি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লেখো। ৫। কোন উপমা অলংকারে একাধিক অঙ্গ লুপ্ত থাকে? তার সংজ্ঞা দাও।

৬। উপমা অলংকার সম্পর্কে আলোচনায় কোন বিষয়গুলি মনে রাখার প্রয়োজন?

৭। একাধিক উপমান এর উল্লেখ কোন উপমায় দেখতে পাওয়া যায়?

***